

বিপন্ন অবস্থা

জলবায়ুর সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিবিড়। ভবিষ্যতে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিবে। এবিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৮ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হিসাবে “জলবায়ু পরিবর্তন: প্রয়োজন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা” বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছে। পৃথিবী ব্যাপী মানুষ আজ জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব নিয়ে শংকিত। প্রতি বছর খরা, বন্যা, শৈত্য প্রবাহ, ঝড় ও সাইক্লোনে অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে। বিশেষ আবহাওয়ায় সৃষ্ট রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নানাবিধ রোগ-ব্যাদিতে মানুষ মারা যাচ্ছে। যেমন, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক গবেষণায় তাপমাত্রা বৃষ্টিপাত ও জোয়ারের পানি বৃদ্ধির সাথে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধির প্রমাণ দেখা গেছে। ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী এমনিতেই স্বাস্থ্য সচেতন নয়, উপরন্তু স্বাস্থ্য সেবা তাদের কাছে পৌঁছে না। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ৯৩টি বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২ লাখ লোকের। ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকরী সাইক্লোন সিডরে মারা গেছে ৪ হাজার লোক, পঙ্গু হয়েছে আরো অনেকে। ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা আরো বাড়বে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ঝুঁকি

- বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় স্বাস্থ্য সেবা নগন্য। তার উপর জনগণ মোটেও স্বাস্থ্য সচেতন নয়। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা অতিদরিদ্র তাদের পক্ষে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার সামর্থ্যও নেই। উল্লেখ্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য উপাদান যথা খাদ্য, নির্মল বায়ু ও সুপেয় পানি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের দেশে এই তিনটিরই গুণগত মান ও পরিমাণগত অবস্থার ঘাটতি রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই উপাদানগুলোর প্রাপ্যতা ও গুণগত মানকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য খাত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এক মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
- বন্যা ও খরার কারণে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। ফলে কলেরা, ডায়রিয়া ও টাইফয়েডে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মারা যাচ্ছে মানুষ; অনেকের ঘটছে অঙ্গহানি। দূষিত হচ্ছে খাবার পানি, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসল। ফলে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।
- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যাপকহারে।
- বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাসের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে শ্বাসজনিত ব্যাধি বাড়ছে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতার ফলে বাড়ছে মশামাছি। ফলে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তাপদাহে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ এবং এ কারণে অসুস্থতা ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।



জলবায়ু পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্য

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- যেহেতু জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর প্রভাব আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ সেহেতু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সূচী পরিকল্পনা ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া আশু প্রয়োজন। এব্যাপারে আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক জনসচেতনতা প্রয়োজন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবেলায় উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।
- জীবন ও জীবিকার জন্য স্বাস্থ্য মূল্যবান সম্পদ এবং সুস্থ থাকা জরুরী এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে।
- যে সকল জনগোষ্ঠী বেশিমাাত্রায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; বিশেষ করে যে সকল এলাকায় পানি বাহিত রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যাচ্ছে বা আশংকা রয়েছে।
- রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা। এক্ষেত্রে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন, কলেরা প্রবণ এলাকায় রোগ শুরু হবার পূর্বেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা জোরদার করার কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে। বন্যার পূর্বেই বন্যাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ইত্যাদি।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির মাত্রা অনুযায়ী এলাকা চিহ্নিত করা এবং অধিক ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা। যেমন, ডায়রিয়া প্রবণ এলাকা, ডেঙ্গু প্রবণ এলাকা, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা প্রবণ এলাকা ইত্যাদি।
- খাদ্যের মান ও পুষ্টিগত খাদ্য গ্রহণে জনগণকে সচেতন করে তোলা।
- রোগ বহনকারী পোকা-মাকড় (মশা, মাছি) নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।

